তারিখ 1 JUN 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

244

দৈনিক বাংলা

ছাত্রছাত্রীরা হল ছেড়ে যাচ্ছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ঘেরাও ঃ শিবিরের মিছিল

।। বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।।

চট্টগ্রাম, ৯ই জুন।–সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও চাকসুর আহ্বানে আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ে অবরোধ কর্মসূচীর প্রথম দিন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। ভার্সিটি এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল, কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

অপরদিকে সংগ্রামী ছাত্রঐক্য আজ তাদের ৭২ ঘন্টা হরতালের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত করে। রাত ৯টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ঘেরাও কর্মসূচী অব্যাহত ছিল।

এদিকে আজ সকাল ১০টায় ছাত্র–জনতা সশস্ত্র শিবির কর্মীদের দখল করে নেয়া ক্যাম্পাস ও হলসমূহে পানি, খাবার, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ১নং ও ২নং সড়কে গাছ ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে।

(শেষ পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

শিবিরের মিছিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইসলামী ছাত্র শিবির রেলস্টেশনে এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ১নং সড়কে পৃথক পৃথক সমাবেশ করে ও মিছিল বের করে। এ সময় বিডিআর ও আর্মড পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তারা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিল ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি।

ছাত্রছাত্রীরা আজ হল থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। কয়েকজন ছাত্রী জানান, শিবির কর্মীরা শামছুন্নাহার হল অবরোধের হুমকি দিলে ছাত্রীরা নিরাপত্তার আশংকায় হল ত্যাগ করে শহরে চলে আসে। এছাড়া আবাসিক শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীরা তাদের স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়–স্বজনদের নিরাপত্তার জন্য শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাস ও দখলকৃত ক্যাম্পাস মুক্ত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনকে প্রদত্ত ৪২ ঘন্টার সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর আজ সকাল ৯টা থেকে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিশ্ববিদ্যালয় ১ ও ২নং সড়কে সমাবেশের আয়োজন করে।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার '৭৩–এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এ অবস্থায় হরতাল ডেকে গণতান্ত্রিক সরকারকে চাপের মুখে ফেলে ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘন করানোর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কাম্য হতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্দোলনের নামে দীর্ঘমেয়াদী হরতাল কর্মসূচী বা অবরোধ দীর্ঘদিন চলতে দেয়া যায় না।